তারিখ ... 26 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

প্রাথমিক স্তরে প্রাইভেট-কোচিং শিক্ষা ব্যবস্থায় অশনিসংকেত

শরীফুল্লাহ মুক্তি

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম একটি যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম। পাঁচ বছরমেয়াদি শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করবে, তা সুনির্দিষ্ট আছে। এগুলোকে বলা হয় প্রান্তিক যোগ্যতা। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রান্তিক যোগ্যতাগুলোকে আবার বিভাজিত করা হয়েছে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতায়। একটি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা শিক্ষার্থীরা কোন শ্রেণীতে কতটুকু অর্জন করবে, তাও সুনির্দিষ্ট করা আছে। এগুলোকে বলা হয় শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা। বর্তমানে ক্রমান্বয়ে শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দিকে প্রাথমিক স্তরকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন হল, বছর শেষে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার কতটুকু অর্জন করতে পারল, তা যাচাই করা। এটিও আবার শিখনের স্তরভিত্তিক (জ্ঞানমূলক, উপলব্ধিমূলক ও প্রয়োগমূলক উচ্চতর দক্ষতা) হতে হয়। আশা করা হয়েছিল, উপযুক্ত শিখন-শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষকরা বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জন করাবেন। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনাও রয়েছে।

এককালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রাইভেট টিউশন প্রচলিত ছিল শুধু ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে। এ টিউশনে বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে পরীক্ষার আগের কয়েক মাস পড়ানো হতো। আমার মনে আছে, আমি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি, তখন বৃত্তি পরীক্ষার জন্য বছরের শেষ তিন মাস একজন শিক্ষকের কাছে ইংরেজি বিষয়ে প্রাইভেট পড়েছিলাম। বর্তমানে বছরজুড়ে সব বিষয়ে প্রাইভেট পড়ার সংস্কৃতি চালু হয়েছে এবং এটা চালু হয়েছে প্লে, নার্সারি বা প্রথম শ্রেণী থেকেই। কিশোরগঞ্জ শহরের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী রায়ীক তাহসীন রাতুল বছরের শুরু থেকেই একটি কোচিং সেন্টারে পড়ছে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার কথাও হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এসব একাডেমিক কোচিং সেন্টার। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত এসব একাডেমিক কোচিং সেন্টার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিকল্প হিসেবে ভূমিকা পালন করায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি যেমন কমেছে, তেমনি শিক্ষকরাও প্রতিষ্ঠানে সময় না দিয়ে ব্যক্তিগত কাজে (কোচিং বা টিউশনিতে) জড়িয়ে গেছেন। শহরের অনেক বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন বিরতির পর চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাসে শিক্ষার্থী পাওয়াই যায় না।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সরকার প্রাথমিক স্তরকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার প্রক্রিয়া চালু করেছে সরকার। এ অবস্থায় বাস্তবতা হল, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রাইভেট-বাণিজ্য বা কোচিং-বাণিজ্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন ভুক্তভোগী অভিভাবকরা। কোমলমতি শিশুদের কাছে স্কুলের মুক্ত আঙিনাকে আনন্দময় করার বদলে স্কুলকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা হচ্ছে দিন দিন। অনেক শিশু স্কুলের পরিবর্তে প্রাইভেট শিক্ষকের ছোট্ট কক্ষে সেরে নিচ্ছে পড়াশোনা। সমাপনী

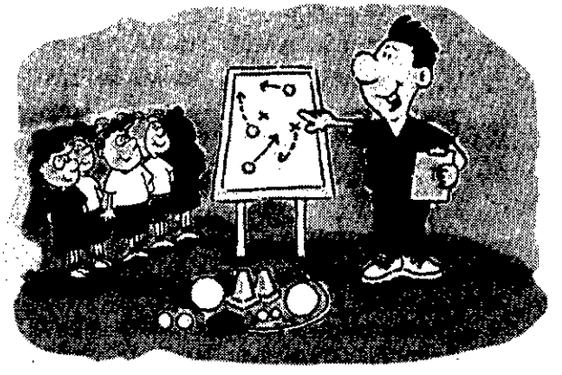

পরীক্ষার জন্য পঞ্চম শ্রেণীর অনেক শিক্ষার্থী সারা বছর স্কুলেই যায় না। শুধু বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মাত্র। বছরের প্রথম মাস থেকেই শুরু হয় এসব প্রাইভেট বা কোচিং। অনেক অতি উৎসাহী অভিভাবক আবার তাদের সন্তানকে সকালে এক কোচিং এবং বিকালে আরেক কোচিংয়ে পাঠান। অনেক অভিভাবক কোচিং ও প্রাইভেট দুটিই চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে অভিভাবকদেরও গুনতে হচ্ছে মোটা অংকের অর্থ। শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে অতিরিক্ত পড়ার বোঝা। প্রাইভেট না পড়লে বিদ্যালয়ে গিয়েও পাচ্ছে না শিক্ষকের সুদৃষ্টি। সরকারি প্রাইমারি স্কুলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণীতেই ছলে-বলে-কৌশলে শিশুদের প্রাইভেটমুখী করছে একশ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবসায়ী বা কথিত শিক্ষক। প্রাথমিক স্তরের প্রাইভেট-কোচিং সেন্টারগুলো শিশুদের জন্য হয়েছে মরণফাঁদ। বেশিরভাগ প্রাইভেট-কোচিং সেন্টারগুলোর ক্লাস কার্যক্রম শুরু হয় দুপুরের পরে অথবা সন্ধ্যাবেলায়। কোমলমতি শিশুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হয় এসব প্রাইভেট বা কোচিং সেন্টারে। ব্যাগভর্তি বই-খাতা-পেন্সিল নিয়ে এসব শিশু সারাক্ষণ শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতায় ভোগে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর প্লে-নার্সারি থেকে কেজি-ফাইভ পর্যন্ত অধিকাংশ শিশু-শিক্ষার্থীই প্রাইভেট বা কোচিংয়ের ফাঁদে আটকে থাকে। প্রাথমিক স্তরে এ প্রাইভেট-কোচিং শিশুদের শৈশব ধ্বংস করছে এবং সৃজনশীলতার বিকাশ বাধাগ্রস্ত করছে। একটি শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েই জেনে যায়, স্কুল তার জন্য যথেষ্ট নয়। পরীক্ষায় ভালো করার জন্য তাকে দৌড়াতে হবে প্রাইভেট টিউটরের বাসায়। প্রাথমিক শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও প্রাইভেট ও কোচিং সেন্টারগুলো নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জনের দিকে নজর না দিয়ে পরীক্ষায় কীভাবে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে, সেদিকে নজর দিচ্ছে বেশি। শিক্ষার্থীদের ভিত্তি তৈরির দিকে তাদের কোনো নজর নেই, নজর নেই নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার দিকেও।

স্কুলবিমুখ হওয়ার এ মানসিকতা পরবর্তী সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়েও শিক্ষার্থীর মনে বদ্ধমূল থাকে। এ কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়েও ক্লাসে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির হার দিন দিন বাড়ছে। শহরাঞ্চলের কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যতীত গ্রামের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীর উপস্থিতি হতাশাজনক। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকরা যদি শিশুদের প্রাইভেট কিংবা কোচিং করানো বন্ধ করেন এবং শতভাগ শিশুকে স্কুলমুখী করতে যত্নবান হন, তবে পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুলমুখী হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রাইভেট বা কোচিংমুখী হওয়ার প্রবণতাও কমে আসবে। তাই সর্বাগ্রে প্রাথমিক স্তরে প্রাইভেট-কোচিং বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে প্রাইভেট-কোচিং পুরো শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অশনিসংকেত। শিশুর শৈশব ও বেড়ে ওঠার অমিত সম্ভাবনাকে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য সব মহলের আন্তরিক সদিচ্ছা ও ঐকান্তিকতা একান্ত জরুরি।

ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
ahmsharifullah@yahoo.com